সংবাদ

তারিখ 16 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

টিআইবি'র প্রতিবেদন

ঝালকাঠিতে উপবৃত্তি পেতে ঘুষ দিতে হয় ছাত্রীপ্রতি ৩৪ টাকা

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি সদর উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে উপবৃত্তির টাকা পেতে প্রত্যেক ছাত্রীকে ৩৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

সদর উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ কথা জানায়।

টিআইবির সহায়ক সংগঠক সচেতন নাগরিক কমিটি ঝালকাঠির পরিচালনায় ওই জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে ওই জরিপের ফলাফল প্রকাশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সনাকের ঝালকাঠি আহ্বায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ রুস্তম আলী। জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য রাবেয়া বেগম শিল্পী। ২০০৬ সালের মে-জুলাই মাসে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৫০টি গ্রাম-মহল্লা থেকে ৩২৩টি খানায় এ জরিপ করা হয়।

জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ৩৮৮ টাকা প্রদান করতে হয়েছে। অভিভাবকদের মতে যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। সরকারি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার ফি বাবদ গড়ে প্রতি বছর ৮৬ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হয়েছে। এছাড়া সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য ফি বাবদ বাধ্যতামূলকভাবে গড়ে প্রতি বছর ৭৪ টাকা এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৯০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে।

অধিকাংশ ছাত্রীর মতে, উপবৃত্তি পেতে গড় ৩৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। উপবৃত্তি পেতে দুর্নীতির শিকার এসব ছাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগ এজন্য শ্রেণী শিক্ষককে দায়ী করেছেন। শতকরা ৪৯ জন উত্তরদাতার মতে অতিরিক্ত অর্থ না দেয়ার কারণে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারেনি। যারা অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৭২ জনকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণে গড়ে ৮৬৫ টাকা এবং বাণিজ্য ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের গড়ে ৭৮৮ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। শতকরা ৬৩ ভাগ পরীক্ষার্থীকে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে গড়ে ৭৯ টাকা করে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে।

জরিপের ফলাফলে জানা গেছে, শতকরা ৩৭ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে থাকে। এদের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগের মতে প্রাইভেট পড়লে পরীক্ষায় আসতে পারে-এমন সম্ভাব্য প্রশ্ন শিক্ষকরা আগেই বলে দেন। শতকরা ৫১ ভাগের মতে, প্রাইভেট পড়লে শিক্ষকরা পরীক্ষার হলে উত্তর বলে দেন।

শতকরা ৬০ ভাগের মতে, নিজ স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষকরা অসহযোগী মনোভাব দেখান এবং শতকরা ২৯ ভাগের মতে, এজন্য পরীক্ষায় নম্বর কম দেয়া হয়।

এছাড়া শতকরা ৪৮ ভাগ উত্তরদাতার মতে, স্কুলে ব্যবহারের উপযুক্ত কোন লাইব্রেরি নেই। শতকরা ৫৫ ভাগ জানিয়েছেন, স্কুলে ব্যবহার উপযোগী কোন গবেষণাগার নেই।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ঝালকাঠির সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কনক প্রভা বড়াল, ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতান আহমেদ, সরকারি ঈশ্বরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ লাল বেপারী, আফসার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তনজের আলী খান, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী খান, প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিমল কুমার সাহা প্রমুখ।